সমকাল সংবাদ

SAMOKAL SAMBAD Fortnightly

Vol - 2. Issue - 21. শনিবার. ১৫ নভেম্বর ২০২৫. RNI NO - WBBEN/2023/87762 Rs - 3 টাকা

ভাইরাল

সত্যিকারের ‘সোনার কেল্লা’

সোনার কেল্লা। অনেকের কাছেই আবেগের দুটি শব্দ। রাজস্থানে রয়েছে এই সোনার কেল্লা। সত্যজিৎ রায়ের লেখা এবং সিনেমা এর আকর্ষণ বাড়িয়েছিল। আদতে সোনার কেল্লা সোনা দিয়ে তৈরি নয়। তবে ভারতে এমন একটি বাড়ি রয়েছে, যা সোনা দিয়ে তৈরি। সোনার কেল্লা তো বলাই যায়! ২৪ ক্যারেটের এই সোনার বাড়ি রয়েছে ইন্দোরে। এমনকি ইলেকট্রিক সকেটও সোনা দিয়ে তৈরি! তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই বিষয়। ইনস্টাগ্রাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়ম সরস্বত এমনই এক বাড়ির হদিশ দিয়েছেন। ইন্দোরে রয়েছে সেই বাড়ি। আসবাব থেকে শুরু করে সবই সোনা দিয়ে তৈরি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ব্যতিক্রমী কন্টেন্টের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে উঠেছেন প্রিয়ম। তাঁর এই ভিডিয়োটিও একইরকম চমকে দেওয়ার মতোই।

টুকরো খবর

অবৈধ নির্মাণ হলে ভেঙে ফেলা হবে

কলকাতায় ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ড বড়বাজার এলাকার পুরনো বহুতলগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। আগুন নেভার পর শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। প্রাচীন এই বহুতলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল, তা নিয়ে ফের উঠছে তীব্র অভিযোগ। মেয়র জানিয়েছেন, অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার পর আগামী সপ্তাহে সিইএসসি, দমকল, পুলিশ এবং ব্যবসায়ী সমিতিকে নিয়ে বৈঠক ডাকা হবে।

ঘটনাস্থল ঘুরে মেয়র বলেন, পুরনো বহুতলটিতে বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার এলোমেলোভাবে ঝুলতে দেখা গেছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্যবসায়ী ও কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেরই দায়িত্ব যাতে দমকল দ্রুত পৌঁছতে পারে। তিনি জানান, বড়বাজারের মতো ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিকাণ্ড রুখতে এক যৌথ প্রক্রিয়া জরুরি সেই লক্ষ্যেই বৈঠক ডাকা হচ্ছে। এজরা স্ট্রিটের কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, এই বহুতলে অন্তত বাইশবার আগুন লেগেছে। তিনি অভিযোগ করেন, এই এলাকার অগ্নি-ঝুঁকি নিয়ে বারবার জানিয়েছেন দমকলকে, পুলিশ কমিশনারকে, পুরসভাকে কিন্তু কেউ গুরুত্ব দেয়নি। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি জেনে শুনেও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি। মেয়র অবশ্য সেই অভিযোগ সরাসরি মানতে নারাজ। তিনি জানান, বহুতলে বেআইনি নির্মাণ রয়েছে কি না, তা পুরসভা বিল্ডিং বিভাগের দল না দেখা পর্যন্ত বলা যাবে না। মেয়রের কথায়, একশো-দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ি। কী কী পরিবর্তন হয়েছে, তা সবসময় নজরে রাখা সম্ভব নয়। বিল্ডিং বিভাগের রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে কোন অংশ আইনসম্মত, কোন অংশ অবৈধ। প্রমাণ মিললে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ বিপুল বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে মেয়র জানান, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব তোলা হবে।

বিহার হয়েই গঙ্গাজি পৌঁছান বাংলায়, ওখানেও জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব, হুংকার মোদীর

সমকাল সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল বিহারই। এমনই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের বিপুল জয়ের পরে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গঙ্গাজি বিহার থেকে বয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়। বিহার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। বাংলার ভাইবোনদের আশ্বস্ত করছি যে আপনাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জঙ্গলরাজকে উপড়ে ফেলবে।’

আর সেই বার্তার পরে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মোদীর মুখে ‘জঙ্গলরাজ’ শব্দটা অনেকবারই শোনা যাবে। এমনিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা তলানিতে ঠেকেছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি। সেইসঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি, বেকারত্বের মতো ইস্যুও আছে বিজেপির হাতে। তাছাড়াও মেরুকরণ, অনুপ্রবেশ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) মতো বিষয়গুলি নিয়েও বিজেপি সুর চড়াবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

সেইসবের মধ্যেই বিহার নির্বাচনের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেই মোদীর থেকে আরও কড়া সুরে হুংকার দিচ্ছিলেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং হুঙ্কার দিলেন, বিজেপির পরবর্তী লক্ষ্য বাংলা। আজ তিনি বলেন,ওবিহার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে অরাজকতার সরকার গঠন করা হবে না। বিহারের যুবকরা বুদ্ধিমান। এটি উন্নয়নের জয়। আমরা বিহারং জিতেছি। এখন বাংলার পালাঃ গিরিরাজ বিহার নির্বাচনে বিজেপির দুর্দান্ত ফলাফল নিয়ে আরও বলেন, ওমানুষ শান্তি, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন বেছে নিয়েছিল। আজকের তরুণরা আগের সেই দিনগুলি না দেখলেও, তাদের বাবা-দাদুরা তা দেখেছেন। তেজস্বী যাদব যখন অল্প সময়ের জন্য সরকারে ছিলেন, তখনও মানুষ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখতে পেয়েছিলঃ

তারইমধ্যে বিহারে জয়ের পরে মোদী আরও বলেন, পুরনো গণ (মুসলিম এবং যাদব) ফর্মুলা ধ্বংস করে দিল বিহার। বরং নয়া গণ ফর্মুলার জন্ম দিল বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, ‘কয়েকটি দল তুষ্টিকরণ দল গণ (মাই) ফর্মুলা বানিয়েছিল। আজকের এই জয়ের মাধ্যমে বিহার নয়া একটি ইতিবাচক মাই ফর্মুলা দিয়েছে - মহিলা এবং ইউথ। সাম্প্রদায়িক মাই ফর্মুলাকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে বিহার।’

সেইসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে তুষ্টিকরণের কোনও জায়গা নেই। তুষ্টিকরণের জায়গা নিয়েছে সন্তুষ্টিকরণ। ভারতের মানুষ এখন শুধু দ্রুত বিকাশ চান। আর উন্নত ভারত চান। পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তে বিকাশবাদের রাজনীতির প্রতি জনাদেশ। এটাই বিহারে বিনিয়োগের সেরা সময়। আমরা সমৃদ্ধশালী এবং উন্নত বিহার তৈরি করব।

জেলে বসেই টাকা নিচ্ছেন জীবন? অডিয়ো ফাঁস শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: জেলে বসেই চাকরি বিক্রি করছেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য তৃণমূল বিধায়ক জেলে বসেই ফোন ব্যবহার করছেন। শুধু তাই নয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াও তিনি প্রভাবিত করেছেন। আজ অর্থাৎ রবিবার (১৬ নভেম্বর) সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখান থেকে তিনি নিজের মোবাইল ফোন থেকে কিছু ছবি, ভিডিয়ো আর অডিয়ো দেখান। আর দাবি করেন, সেই ভিডিয়ো-অডিয়ো সবটাই জীবনকৃষ্ণের।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “নতুন এই পরীক্ষার রেজাল্টেও প্রভাব খাঁটিয়েছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। জেলে ফোন ব্যবহার করেছেন। জেলে গেলে কিছু হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাতে হবে। এই পার্থ-জীবনের মতো লোকজনকে ইডি ধরে পাঁচদিন পিসিতে রাখছে। তারপর তো জেলে পাঠাতে হচ্ছে। সেখানে ফাইভ স্টার ব্যবস্থা। গরমকালে এসি। শীতকালে গরম জল। তৃণমূলের লেভেল হাই চোর হলে পিজির উডবার্ন ওয়ার্ড আছে।” তারপরই একটি ফোন বের করেন। আর সেই ফোন থেকে অডিয়ো শোনান।

প্রসঙ্গত, একবার নয় পরপর দুবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বারেবারে নাম জড়িয়েছে তাঁর। প্রথমে গ্রেফতারের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ফের ইডির হাতে ধরা পড়েন জীবন।

৩০০-রও বেশি যুবক-যুবতীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা: ব্যারাকপুরের মোহনপুর থানার অন্তর্গত শিউলি এলাকায় ফাঁস হল চাকরি প্রতারণার আরেক চক্র। ডইচঝ, ডইঈঝ, পুলিশ এবং আর্মির চাকরির নামে ৭ দিনের ট্রেনিং করিয়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল এই সংগঠিত চক্র। সেই ভুয়ো ট্রেনিং সেন্টারে প্রতারণার শিকার হয়েছেন অন্তত ৩০০-রও বেশি যুবক-যুবতী। লক্ষ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগে পুলিশ দু’জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভুয়ো ট্রেনিংয়ের নাম করে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে হাজার-হাজার টাকা নেওয়া হত। ডইচঝ বা ডইঈঝ-এর প্রস্তুতির নামে আলাদা ফি, পুলিশের শারীরিক ট্রেনিংয়ের নামে আলাদা ফি, আবার আর্মিতে ‘স্পেশ্যাল রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং’- এমন একাধিক প্যাকেজ দেখিয়ে অসংখ্য যুবক-যুবতীর কাছে মোটা অঙ্কে টাকা তুলছিল তারা। চাকরির প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে বহু পরিবার শেষ সঞ্চয় পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

বারাসাতের ৬৩ ব্যাটালিয়ন এসএসবি-র বলকর্মীদের মহৎ উদ্যোগে দেশপ্রেমের বার্তা

সুস্মিতা দেবনাথ: বারাসাতের ৬৩ ব্যাটালিয়ন এস.এস.বি-র বলকর্মীদের উদ্যোগে বন্দে মাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সাধনপুর প্রাইমারি স্কুলে এক অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবহ অনুষ্ঠান পালিত হল। গোটা অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এসএসবির কর্মীরা একত্র হয়ে যে দেশাত্মবোধের আবহ তৈরি করলেন, তা মন ছুঁয়ে গেল সকলের।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই এসএসবি-র বলকর্মীরা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ‘বন্দে মাতরম’ গান পরিবেশন করেন। গানটির সুরে-মূর্ছনায় স্কুল প্রাঙ্গণে দেশপ্রেমের আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। ছোট্ট ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে দেশমাতৃকার বন্দনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আবেগতাড়িত করে তোলে।

এরপর শুরু হয় কুইজ প্রতিযোগিতা, যেখানে ভারতীয় ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় প্রতীক সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কুইজে অংশগ্রহণ করে। তাদের জ্ঞান ও তৎপরতা দেখে উপস্থিত শিক্ষক এবং এসএসবির কর্মীরা প্রশংসা করেন। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আগামী প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের মূল্যবোধ আরও গভীরভাবে প্রোথিত করা। এদিন এসএসবি-র কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। ছাত্রছাত্রীদের দেশের ইতিহাস জানতে, জাতীয় গানের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং সমাজের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করা হয়।

পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে দেশাত্মবোধ, ঐক্য ও সামাজিক মূল্যবোধের এক অনন্য আবহ সৃষ্টি হয়। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ ধরনের উদ্যোগ যে আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বারাসাতের ৬৩ ব্যাটালিয়ন এসএসবি ও সাধনপুর প্রাইমারি স্কুলের যৌথ আয়োজনে সম্পন্ন হওয়া এই অনুষ্ঠান সকলের মনে অমলিন দাগ রেখে গেল।

হাজারো ঠিকা শ্রমিক! কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা বাড়ল।

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যখন একাধিক সরকারি ব্যাংককে সংযুক্ত (মার্জ) করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সরকারি অর্থনীতির পুনর্গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধির যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ই সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার ঠিকা শ্রমিক- যাদের কেউ সরাসরি, কেউ বা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করছিলেন- কাজ হারান। ব্যাংকের শাখা ও কার্যালয় সংখ্যা কমে যাওয়ায় বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন। রবিবার বারাসাত জেলা পরিষদ হলে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানে ব্যাংক কর্মী সম্মেলিত হন।

ওখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জ কে ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। এবার আবারও সেই আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে বাকি সরকারি ব্যাংকগুলিকেও মার্জ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অর্থাৎ, ছোট ব্যাংকগুলোকে আরও বড় ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করে দেওয়া হবে। ফলে প্রশাসনিক খরচ কমবে, তবে বিপাকে পড়বেন নিচুতলার কর্মীরা- বিশেষ করে ঠিকা শ্রমিকরা।

সূত্রের খবর, ব্যাংকগুলির মধ্যে প্রশাসনিক কাঠামো একীভূত হলে বহু শাখা বন্ধ বা একত্রিত হতে পারে। এতে সরাসরি প্রভাব পড়বে দপ্তর পরিচারক, নিরাপত্তারক্ষী, কেরানি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, পরিষেবা কর্মী ও অন্যান্য আউটসোর্সড স্টাফদের ওপর। এই কর্মীরা সাধারণত স্থায়ী নন, ফলে মার্জারের পর তাদের চাকরি রক্ষা করার কোনও গ্যারান্টি থাকে না।

কমরেড দেবাশীষ বসু চৌধুরী জানান, “২০১৯ সালে মার্জারের সময় আমাদের রাজ্যে প্রায় ৪০০-র বেশি ঠিকা কর্মী কাজ হারিয়েছিলেন। এবার যদি আরও বড় পরিসরে মার্জার হয়, তাহলে সেই সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যাবে।”

ইতিমধ্যেই কর্মী সংগঠনগুলো সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (AIBEA) এবং ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (BEFI) যৌথভাবে দাবি জানিয়েছে, মার্জারের নামে শ্রমিক ছাঁটাই মেনে নেওয়া যাবে না। তাঁরা বলছেন, “যে ব্যাংকগুলোতে এখনও বহু গ্রামীণ শাখা চলছে, সেখানে ঠিকা শ্রমিকরাই পরিষেবা টিকিয়ে রাখছেন। মার্জারের ফলে এই পরিষেবাগুলো বন্ধ হলে দেশের সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।”

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাংক মার্জার একদিকে সরকারের রাজস্ব সাশ্রয় করলেও, অন্যদিকে বেকারত্বের হার বাড়িয়ে তুলছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় ব্যাংকের পরিষেবা যদি সীমিত হয়ে যায়, তবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাধা আসবে।

এদিকে, বেকার ঠিকা শ্রমিকদের জীবনে নতুন করে অনিশ্চয়তার ছায়া নেমেছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা ব্যাংকের প্রশাসনিক বা টেকনিক্যাল কাজে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন ঝুলে আছে সিদ্ধান্তের দড়িতে।

এক প্রাক্তন ঠিকা কর্মীর কথায়, “আমরা ব্যাংকের পরিবারেরই অংশ ছিলাম, অথচ এখন আমাদের নামই নেই তালিকায়। নতুন মার্জারের খবর শুনে ফের ভয় পাচ্ছি, আরও কতজন এবার রাস্তায় নামবেন।”

মৈত্রর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের পথে সিবিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা: দুর্নীতি দমনকারী সাংবিধানিক সংস্থা লোকপাল আনুষ্ঠানিকভাবে সিবিআইকে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ক্যাশ ফর ক্যুয়েরি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমতি দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা বিতর্ক ও তদন্তের পরে এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে নতুন উত্তাপ ছড়িয়েছে।

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে লোকপালের নির্দেশে সিবিআই প্রথমে একটি প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। সেই রিপোর্ট লোকপালের কাছে জমা দেওয়ার পরই মামলাটি নতুন মোড় নেয়। অভিযোগ দর্শন হিরানন্দানি কিছু সুবিধা ও অর্থের বিনিময়ে সংসদে নির্দিষ্ট শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য মহুয়া মৈত্রকে প্রভাবিত করেছিলেন। এই বিতর্কের জেরে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হন তিনি।

এরপর ২০২৪ সালের মার্চে সিবিআই মহুয়া মৈত্র, দর্শন হিরানন্দানি ও আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনের ৭, ৮, ১২ ধারাসহ আইপিসির ১২০ বি ধারায় মামলা রুজু করে। তদন্ত সংস্থা তাঁর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়।

সম্পাদকীয়

ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে রাজনৈতিক তর্জা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আকাশে ফের ছায়া ফেলেছে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শুরু হয়েছে Special Intensive Revision (SIR)- অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ পর্যালোচনার কাজ। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইনিউমারেশন ফর্ম বা এনরোলমেন্ট ফর্ম বিলির কাজ শুরু হতেই, রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের পালা। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বলছে, কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন মিলে রাজ্যে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি- তৃণমূলের গাফিলতি, ভুয়ো ভোটার এবং অনিয়ম ঢাকতেই এত হইচই।

রাজ্যের বহু জায়গায় দেখা গেছে, BLO (Booth Level Officer)-রা ভোটারদের বাড়িতে না গিয়ে ক্যাম্প করে ফর্ম বিলি করছেন। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই করা ও সংশোধনের কাজ করার কথা। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠতেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জেলা থেকে রাজ্যস্তরের নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বলেছেন, "এই ভোটার তালিকা যদি বাতিল হয়, তাহলে দিল্লি সরকারও ভেঙে দিতে হবে।" তাঁর এই মন্তব্যেই বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি এখন নিছক প্রশাসনিক নয়, গভীর রাজনৈতিক ইঙ্গিতবাহী।

অন্যদিকে, বিজেপির বক্তব্য- তৃণমূল বুঝতে পারছে রাজ্যের মানুষ তাঁদের প্রতি বিরূপ। তাই এখন থেকেই ভোটার তালিকা নিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "ভুয়ো ভোটারদের বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াতেই ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। তাই প্রশাসনকে ঢাল বানাচ্ছে।" বিজেপির তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, অনেক জায়গায় BLO-দের কাজে বাধা দিচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

নির্বাচন কমিশন অবশ্য জানিয়েছে, এই SIR প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং নিয়মমাফিক চলছে। প্রত্যেক নাগরিক যাতে সহজে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, তারই উদ্যোগ এটি। কিন্তু বাস্তব চিত্রে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। অনেকেই জানেন না কখন, কোথায় ইখঙ আসবেন, বা কোন ফর্ম জমা দিতে হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে এই ভোটার তালিকা সংশোধনই আগামী সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মানেই এক রাজনৈতিক উত্তেজনা, এক প্রশাসনিক পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই এখনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।

শেষমেশ বলা যায়, 'SIR' এখন কেবল ভোটার তালিকার সংশোধন নয়- এটি এক রাজনৈতিক প্রতীক। যেখানে একদিকে ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই, অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশ্নচিহ্ন। আর এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে সাধারণ মানুষই আজ খুঁজছে- তাঁদের ভোটের অধিকার সত্যিই কতটা সুরক্ষিত?

সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ:

পশ্চিমবঙ্গে 'SIR' প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে রাজনৈতিক উত্তাপ দেখা দিয়েছে, তা নিছক নির্বাচনী প্রস্তুতির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি রাজ্যের ক্ষমতার রাজনীতির গভীরে প্রোথিত অনাস্থা ও প্রতিযোগিতার প্রতিচ্ছবি। গণতন্ত্রে ভোটাধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার, তাই এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার প্রতিধ্বনি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়বেই। এখন প্রশ্ন- নির্বাচন কমিশন কি এই রাজনৈতিক চাপের মধ্যেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে? নাকি 'SIR'-এর তর্জা আরও বড় কোনো রাজনৈতিক ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যুবতীকে ধর্ষণ, গ্রেফতার কনস্টেবল

সমকাল সংবাদ: বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কাটোয়ার এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন সামশেরগঞ্জ থানায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবল। অভিযুক্ত জাহাঙ্গির শেখকে শুক্রবার রাতে আটক করে কাটোয়া থানার পুলিশ। শনিবার তাকে কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচয় হওয়া থেকে শুরু হয় ঘটনার বিবর্তন। ফেসবুকে আলাপের পর ধীরে ধীরে জাহাঙ্গির এবং ওই যুবতীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। অভিযোগ, সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন ওই কনস্টেবল। নির্যাতিতার দাবি, দু'মাস আগে প্রথমবার তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। কিন্তু সর্বশেষ ঘটনা ঘটে ২৭ সেপ্টেম্বর। সেদিন দেখা করতে বলেছিলেন জাহাঙ্গির। সেই অনুযায়ী যুবতী কাটোয়ার বল্লভপাড়া ফেরিঘাটে পৌঁছনোর পরেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। অভিযোগ, ওই পুলিশকর্মী তাঁকে জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে কৌশলে কৃষ্ণনগরে নবদ্বীপ রোডের একটি লজে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর উপর যৌন অত্যাচার করা হয়।

রক্তাক্ত ও অসুস্থ অবস্থায় ওই যুবতীকে সেখানকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ যুবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা ছুটে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান। এরপরই ২৯ সেপ্টেম্বর নির্যাতিতা কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তিন বছর পর মুক্তি, বাড়ি ফিরেই চিঠি বোমা! মমতাকে প্রশ্ন করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সমকাল সংবাদ: তিন বছর পর অবশেষে মুক্তি পেয়ে মঙ্গলবার নিজের নাকতলার বাড়িতে ফিরলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর ঘরে ফেরার মধ্যেই তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে নতুন তরঙ্গ। কারণ, জেলবন্দি অবস্থায় লেখা তাঁর একটি চিঠি এখন প্রকাশ্যে এসেছে-যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তোলা হয়েছে একাধিক কটাক্ষ ও প্রশ্ন।

সূত্রের খবর, ওই চিঠিটি পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন জেল থেকে। চিঠিতে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে লিখেছেন, "সংবাদমাধ্যমে জেনেছি দল আমাকে সাসপেন্ড করেছে। দলীয় সংবিধানের কোন ধারা মেনে আমায় সাসপেন্ড করা হল?" প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রশ্ন ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই শুরু হয়েছে জল্পনা। জানা যাচ্ছে, চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছেও।

২০২২ সালের ২৩ জুলাই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইডি-র জেরায় তিনি প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। এরপর মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন- "দলের সর্বসম্মতিক্রমে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সমস্ত পদ থেকে সরানো হল।"

দীর্ঘ তিন বছর কারাবাসের পর যখন তিনি আবার স্বাধীন হয়েছেন, তখনই প্রকাশ্যে এসেছে এই পুরনো চিঠি। সূত্রের দাবি, চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি 'নব্য সেনাপতি' বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন- "অনেক সময় অভিযুক্ত নেতাদের পাশে দল থাকে, অথচ আমার পাশে দাঁড়াল না কেন?"

এই চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন। তৃণমূলের তরফে যদিও এখনও এই নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহলের অভিমত- পার্থর এই চিঠি তৃণমূলের ভেতরে চাপা ক্ষোভেরই প্রতিফলন।

৩২ বছর পর রায়, ৬ সিপিএম কর্মী হত্যাকাণ্ডে ৪৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঝাড়গ্রাম আদালতে

সমকাল সংবাদ: অবশেষে তিন দশকেরও বেশি সময় পর নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের রায় ঘোষণা করল ঝাড়গ্রাম আদালত। ১৯৯৩ সালের বেলপাহাড়ি হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ৪৫ জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক। ৩২ বছরের দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর এই ঐতিহাসিক রায় রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহলেও সাড়া ফেলেছে।

১৯৯৩ সালের ৮ মে, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি থানার দিয়াশি গ্রামে ছয়জন সিপিএম কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছিল, ওইদিন পার্টির একটি বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন বাম কর্মীরা। রাস্তা থেকে তাঁদের অপহরণ করে এঠেলা জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে একে একে খুন করা হয় ভক্তি মাহাতো, কার্তিক মাহাতো, বিদ্যুৎ মাহাতো, মাধব মাহাতো, মনোজ গড়াই এবং স্থানীয় কোয়াক ডাক্তার সমীর মুখোপাধ্যায়কে। হত্যার পর তাঁদের দেহ খালের জলে ফেলে দেওয়া হয়। ঘটনাটি সে সময় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে।

পুলিশ তদন্তে নেমে একই বছরের ২১ আগস্ট ১০৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। মামলার সাক্ষী তালিকায় ছিল ২৭ জন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩৯ জন অভিযুক্ত মারা যান, ১৯ জন ফেরার হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ৪৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া এগোয়। চলতি বছরের ১৭ জুলাই তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। ১৮ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা শুনানি চলে, তাতে মোট ১৫ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতের এডিজে সেকেন্ড কোর্টের বিচারক ৪৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর বুধবার ঘোষণা করেন যাবজ্জীবন সাজা।

রায়ের দিন আদালত চত্বর ঘিরে ছিল কঠোর নিরাপত্তা। সাজাপ্রাপ্তদের বেশিরভাগেরই বয়স এখন ৫৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে এই রায়কে গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, একজন হাতুড়ে চিকিৎসক-সহ ছয়জন সিপিএম কর্মীকে খুন করে খালের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মামলায় আদালত ৪৫ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায়।

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছায়া ছিল বলেই মনে করেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, ঘটনার কয়েকদিন আগেই ওই এলাকায় তৎকালীন এডিএম মহেন্দ্রনাথ হেমব্রম খুন হন, যিনি জনপ্রিয় বাম নেতা ছিলেন। তাঁর হত্যার প্রতিশোধ হিসেবেই ছয়জন সিপিএম কর্মীকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। ৩২ বছর ধরে চলা এই মামলা ছিল জঙ্গলমহলের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক হত্যা মামলা।

অনেক সস্তায় মিলবে জীবনদায়ী ওষুধ, কল্যাণী এইমসে 'AMRIT' উদ্বোধন করলেন জেপি নড্ডা

সমকাল সংবাদ: কল্যাণী এইমসে এবার থেকে সস্তায় পাওয়া যাবে বহু জীবনদায়ী ওষুধ। হাসপাতাল চত্বরেও কেন্দ্রের উদ্যোগে তৈরি হল ওষুধ বিক্রয় কেন্দ্র যার নাম 'AMRIT'। সাধারণত সরকারি হাসপাতালের ওষুধের দোকানে সাধারণ দোকানের তুলনায় অনেকটাই কম দামে পাওয়া যায় জীবনদায়ী বিভিন্ন ওষুধ। এবার কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন এইমসে পাওয়া যাবে সেইসব ওষুধ। কোথাও কোথাও এমআরপি-র থেকে ৫০ শতাংশ কম দামে পাওয়া যাবে এইসব ওষুধগুলি।

কতটা কম দামে পাওয়া যাবে জীবনদায়ী ওষুধ?

শনিবার দেশজুড়ে ১০টি জায়গায় চালু হল 'AMRIT' (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) ফার্মেসি। দিল্লি থেকে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা পশ্চিমবঙ্গের এইমস-সহ আরও ১০টি স্থানে এই ফার্মেসি বা ওষুধের দোকানের উদ্বোধন করলেন। সাধারণত সুগার, প্রেশারসহ বিভিন্ন জটিল ও ক্রনিক রোগের ওষুধ বাজার থেকে চড়া দামে কিনতে হয়। কিন্তু এই ওষুধগুলি এইসব দোকান থেকে অনেকটাই কম দামে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বলা হয়েছে, কোনও কোনও ওষুধের দাম সর্বাধিক বিক্রয়মূল্যের থেকে ৫০ শতাংশ কম দামেও পাওয়া যাবে।

দেশের কোথায় কোথায় শুরু হল 'AMRIT' পরিষেবা?

দেশের মোট দশটি হাসপাতালে শুরু হল 'AMRIT' পরিষেবা। এর মধ্যে রয়েছে- AIIMS কল্যাণী (Unit 3), PGI Neuroscience Centre চণ্ডীগড়, জম্মুর GMCH (Unit ২), স্টেট ক্যান্সার ইনস্টিটিউট জম্মু, AIIMS দেওঘর, শ্রীনগর ডেন্টাল হসপিটাল, SCTIMST ত্রিবান্দ্রম, মুম্বই পোর্ট ট্রাস্ট, IIT যোধপুর, AIIMS গোরক্ষপুর।

সারা দেশে জনৌষধি আউটলেট কতগুলি

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সারা দেশ জুড়ে ওষুধের দাম সহজলভ্য করার লক্ষ্য নিয়েছিল মোদী সরকার। ওই সালেই কেন্দ্র 'অগজওএ' ও জনৌষধি প্রকল্প শুরু করেছিল। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৫ সালে দেশের ২৪টি রাজ্যে এই প্রকল্প ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও এই প্রকল্প চালু করা হয়। একে একে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে সস্তায় ওষুধ কেনার কেন্দ্র। বর্তমানে সারা দেশে ২৫৫টি আউটলেট রয়েছে জনৌষধির।

কী কী পাওয়া যায়

বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধের পাশাপাশি এই আউটলেটগুলিতে কমদামে চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম পাওয়া যায়। একই সঙ্গে এখানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও থাকে। এই তালিকাতেই এবার নবতম সংযোজন এই দশটি আউটলেট। 'AMRIT' প্রকল্পের এই দশটি আউটলেটেও এবার থেকে পাওয়া যাবে নানা জীবনদায়ী ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম।

আইআইটিতে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ, হিরণের বিরুদ্ধে পোস্টার

সমকাল সংবাদ: খড়গপুর আইআইটি চত্বরে একের পর এক পোস্টার পড়তেই রেল শহরে ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। পোস্টারে সরাসরি অভিযোগ, আইআইটির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাসপাতালে নাকি টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করান এলাকার বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। আইআইটি কর্তৃপক্ষ ও হিরণের মধ্যে 'গোপন আঁতাত' রয়েছে বলেও লেখা রয়েছে কয়েকটি পোস্টারে। পোস্টারের নিচে বড় করে ছাপা 'ভারত মাতার জয়'। ফলে কারা পোস্টার দিয়েছে, তা নিয়ে জল্পনার পারদ আরও বেড়েছে।

বিজেপির মধ্যেই অনেকের মতে, এ কাজ তৃণমূলের হতে পারে, তবে একইসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকেও সন্দেহ যাচ্ছে। দলের একাংশের বক্তব্য, আইআইটির সঙ্গে বিধায়কের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ রয়েছে অনেক নেতার। হিরণ 'নিজের জগতে থাকেন', দল ও বিধানসভা এলাকার মানুষের জন্য নাকি সময়ই দেন না, এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। দলের এক নেতার কথায়, তিনি এমন 'ডুমুরের ফুল' যাঁকে দেখা পাওয়াই দুষ্কর। ফলে অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতারাই পোস্টার লাগিয়ে থাকতে পারেন।

তবে হিরণ চট্টোপাধ্যায় কোনও পাল্টা অভিযোগ তোলেননি। বরং হাস্যরসের সুরে মন্তব্য করেছেন, যিনি করেছেন, খুব ভালো করেছেন। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আরও পোস্টার লাগুক। তাঁর এমন মন্তব্যে অন্দরের ক্ষোভ কতটা গভীর তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেল শহরের রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে, দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে। ২০১৯ লোকসভা ভোটে সেই উত্থান আরও মজবুত হয়, সাংসদ হন দিলীপ ঘোষ। তার পরেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বহু নেতা-কর্মী। এই আবহেই ২০২১ বিধানসভা ভোটে খড়গপুর সদরের প্রার্থী হন অভিনেতা হিরণ। প্রচারের সময় তাঁর প্রতিশ্রুতির ঝুলি ছিল ঠাসা, আর সারা রাজ্যে তৃণমূল এগোলেও রেল শহর হিরণকে জয়ী করেছিল। কিন্তু জয়ের পর থেকেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে এলাকার মানুষের। অনেকের অভিযোগ, পাঁচ বছরে তাঁকে কার্যত খুঁজেই পাওয়া যায়নি। বিজেপির কর্মীরাও নাকি জানেন না তিনি কখন এলাকায় আসেন, কখনই বা চলে যান। এমনকি তাঁর নিজের ওয়ার্ডেই পানীয় জলের সমস্যা এখনও মেটেনি, স্থানীয়দের এমন ক্ষোভও স্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে পোস্টার কাণ্ড রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা কটাক্ষ করে বলেছেন, বিজেপি মানেই দুর্নীতি। তাঁদের কর্মীদের এ সব পোস্টারিংয়ের সময় নেই। তাঁর দাবি, হিরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপিরই একাংশ। দলটা নাকি আর বেশিদিন টিকবে না, তাই নিজেদের মধ্যে বাজার গরম রাখতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

যুবতীকে পরপর গুলি, অবস্থা আশঙ্কাজনক, আটক স্বামী

বীরভূম: বীরভূমের নলহাটিতে শুটআউট। শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার মুখে এক যুবতীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। পরপর চার রাউন্ড গুলির শব্দে চমকে ওঠে গোটা এলাকা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবতীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেন স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

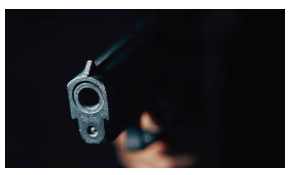

আক্রান্তের নাম সীমা খান। নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কয়ালপাড়া এলাকার বাসিন্দা সীমার পেকুরতলায় একটি বিউটি পার্লার রয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেদিন রাতে পার্লার বন্ধ করে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন সীমা। ঠিক বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা তাঁর দিকে একের পর এক চারটি গুলি ছোড়া হয়। মুহূর্তেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। দ্রুত রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা জানান, সীমার বুকে একটি, হাতে দু'টি এবং কোমরে আরও একটি গুলি লেগেছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার পর থেকেই অভিযোগের আঙুল সীমার স্বামী রজু খানের দিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই সীমা ও রজুর সম্পর্ক ভালো চলছিল না। পারিবারিক অশান্তি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদের কথাবার্তাও চলছিল। সীমার আত্মীয়া মনিরা খাতুনও দাবি করেছেন, দাম্পত্য কলহের জেরেই এই হামলা হতে পারে। ঘটনার সূত্র ধরে তদন্তকারীরা প্রথম থেকেই রজুর ভূমিকা খতিয়ে দেখছিলেন। রাতেই তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে আরও কোন কারণ রয়েছে কিনা তা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমা এখনও চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

‘গোল্ডেন ব্লাড’, বিশ্বে মাত্র ৫০ জনের শরীরে মিলেছে এপর্যন্ত! তৈরি হচ্ছে ল্যাবেও

শিলিগুড়ি: দুনিয়ায় মাত্র পঞ্চাশ জনের শরীরে পাওয়া যায় এই ব্লাডগ্রুপ। নাম- জয-হঁষষ, জনপ্রিয়ভাবে যাকে বলা হয় ‘গোল্ডেন ব্লাড’। এতই বিরল যে কেউ যদি জরুরি অবস্থায় রক্তের প্রয়োজন পড়ে, প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় মিল পাওয়া। আর সেই কারণেই এই ‘স্বর্ণসম’ রক্ত তৈরি করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। বিবিসি-র রিপোর্ট জানাচ্ছে, ল্যাবেই তৈরি হতে পারে এই বিরল রক্ত, যা ভবিষ্যতে অসংখ্য মানুষকে বাঁচাতে পারে।

কী এই ‘গোল্ডেন ব্লাড’? ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ব্যাখ্যা, যাঁদের রক্তকণায় একেবারেই জয অ্যান্টিজেন থাকে না, তাঁদের রক্তই জয-হঁষষ নামে পরিচিত। অত্যন্ত বিরল এক জিনগত পরিবর্তনের ফলেই মানুষের শরীরে এমন রক্ত তৈরি হয়।

রক্তের ধরন নির্ধারণ করে অ্যান্টিজেন, অর্থাৎ লোহিত রক্তকণার উপর থাকা প্রোটিন ও সুগার, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সংকেত দেয়। সেই অ্যান্টিজেনই যখন অনুপস্থিত, তৈরি হয় ‘গোল্ডেন ব্লাড’।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ড. অটরক জানাচ্ছেন, “নামের কারণে মনে হতে পারে এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ বা নিরাপদ রক্ত। আসলে এর গুরুত্ব একটাই-এটা অবিশ্বাস্য ভাবে বিরল।”

জয অ্যান্টিজেন না থাকায় এই রক্ত প্রায় সব রক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই জয-হঁষষ-কে ধরা হয় ‘ইউনিভার্সাল ডোনার’। তবে বিপরীতটা সত্য নয়-জয-হঁষষ রক্ত কেবল একই রকম দাতার কাছ থেকেই নেওয়া যায়। কেন এত ঝুঁকির? বিশেষজ্ঞ অ্যাশ টয় বিবিসিকে বলেন, “দাতা রক্তে যদি এমন অ্যান্টিজেন থাকে যা আপনার শরীরে নেই, তবে শরীর সেই রক্তের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে, যা দ্বিতীয়বার রক্ত নিলে প্রাণঘাতী হতে পারে।”এই কারণেই জরুরি অবস্থায় জয-হঁষষ রোগীদের জীবন বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। ল্যাবে ‘গোল্ডেন ব্লাড’ তৈরির চেষ্টা বিবিসি জানাচ্ছে, বিজ্ঞানীরা এখন স্টেম সেলকে রি-প্রোগ্রাম করে জয-হঁষষ লোহিত রক্তকণা তৈরি করার চেষ্টা করছেন। গবেষকরা জিন সম্পাদনার মাধ্যমে সাধারণ রক্তকণার জয অ্যান্টিজেন বাদ দেওয়ার দিকেও ভাবছেন।

২০১৮ সালে, ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশ টয় ঈজওঝচজ-ঈধংঃ৯ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ল্যাবে জয-হঁষষ রক্ত তৈরি করেছিলেন। তবে বিতর্কিত হওয়ায় মানবদেহে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি নেই। টয় এবং তাঁর দল এখন রিস্টোর ট্রায়াল চালাচ্ছেন, মানুষের শরীরে ল্যাব-তৈরি লোহিত রক্তকণা প্রবেশ করালে তার প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা যাচাই করতে। এই কণাগুলি তৈরি হচ্ছে দাতার স্টেম সেল থেকে।

ভবিষ্যতের রক্তব্যবস্থা বদলে দিতে পারে

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ল্যাবে তৈরি ‘গোল্ডেন ব্লাড’ জরুরি রক্তস্বল্পতা মেটাতে বড় ভূমিকা নেবে। বিশেষ করে যাঁদের বিরল রক্তগোষ্ঠী, তাঁদের জন্য এটি হতে পারে জীবনদায়ী।

তবে বিজ্ঞানীদের একাংশ বলছেন, “এখনও পর্যন্ত কারও শরীর থেকে রক্ত নেওয়াই সবচেয়ে কার্যকর ও সস্তা পদ্ধতি। তাই রক্তদাতার গুরুত্ব কমবে না।”

তাঁরা আরও যোগ করেন, “কিন্তু যাঁদের বিরল রক্ত, আর দাতা হাতে গোনা, তাঁদের জন্য ল্যাবে রক্ত তৈরি করা গেলেদারুণ সাফল্য আসবে।”

মৃত্যুদণ্ডই দিল ট্রাইবুনাল, বাংলাদেশ জুড়ে হিংসার শঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সোমবার বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লিগ নেত্রী শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina Verdict) বিরুদ্ধে চলমান মামলায় রায় ঘোষণা করল বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। বঙ্গবন্ধু কন্যাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ট্রাইবুনাল। একই সাজা দেওয়া হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে। এই মামলায় তৃতীয় অভিযুক্ত বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাবাস দেওয়া হয়েছে।

ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছে, যেহেতু হাসিনা ও কামাল দুজনেই পলাতক, তাই অর্ডার কপি তাঁদের দেওয়া হবে না।

ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় ঘোষণা শুরু করেন। রায় নিয়ে একটু পরেই প্রতিক্রিয়া দেবেন শেখ হাসিনা। এই মামলায় হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছিল সরকার পক্ষ।

রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কায় গোটা বাংলাদেশে রবিবার সকাল থেকেই রেড অ্যালার্ট জারি করা আছে। সেনা ও পুলিশের ছয়লাব করে দেওয়া হয় গলি থেকে রাজপথ। সচিবালয়, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল সহ একাধিক জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। নিরাপত্তা বাড়ানো হয় উপদেষ্টাদের অফিস ও বাড়ির।

রবিবার রাতে ঢাকার সেন্ট্রাল রোড এলাকায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাড়ির সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাতে কেউ হতাহত হননি। ঢাকার বাংলা মোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির অফিসের সামনেও রবিবার রাতে ককটেল বিস্ফোরণ হয়। সেখানেও কেউ হতাহত হননি। তবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ঢাকা সহ গোটা দেশে।

এই প্রথম কোন মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজার মুখোমুখি হলেন আওয়ামী লিগ সভানেত্রী। গত মাসে এই মামলার শুনানি শেষে রাষ্ট্রপক্ষ তথা মহম্মদ ইউনুস সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছিল। মানবতাবিরোধী পাঁচটি অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগে দায়ের হওয়া এই মামলায় বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন রাজসাক্ষী হয়েছেন।

আদালতে তাঁর বক্তব্য শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থানকে জোরদার করেছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের দাবি। গতবছর জুলাই অগস্টের আন্দোলন দমনে মারণাস্ত্র ব্যবহারে হবে প্রধানমন্ত্রী ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে আদালতে দাবি করেছেন এই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা। রাজসাক্ষী হওয়ায় তাঁর সাজার পরিমাণ কম হবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সরকারপক্ষ তাঁর কঠোর সাজা দাবি করেনি।

শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালেরও মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছিল সরকার পক্ষ। বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ফাঁসি অথবা ফায়ারিং ওয়ার্ডে গুলি করে হত্যার মধ্য দিয়ে। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি হাসিনা ও কামালের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আরজিও সরকারপক্ষ জানিয়েছে ট্রাইবুনালের কাছে।

শেখ হাসিনা তাঁর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মতই রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার জেলে গিয়েছেন। তবে কোন মামলাতেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজার মুখোমুখি হননি। বিচারাধীন আসামি হিসাবে কারাগারে কাটিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আদালত অবমাননার একটি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়ে ছিল। সেই মামলায় আদালত প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন সাজা ঘোষণা করেনি। হাসিনার আইনজীবীকে আদালতের বক্তব্য লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে জানা যায় আদালতের তরফে তাঁকে সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

ট্রাইবুনালের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণা করা হবে ধরে নিয়ে আওয়ামী লিগ রবি ও সোমবার বাংলাদেশের শাটডাউনের ডাক দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের বিচার সংক্রান্ত সংস্থার কাছে শেখ হাসিনার তরফে হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ট্রাইবুনালে বিচার সম্পূর্ণ বেআইনি। তার অনুপস্থিতিতে শুনানি করে সাজা ঘোষণা সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হাসিনার বিরুদ্ধে যে পাঁচটি অভিযোগ সরকার পক্ষ করেছে সেগুলি হল

এক. ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই গণভবনে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের রাজাকারের বাচ্চা ও নাতিপুতি’ হিসেবে আখ্যা দেন। এরপর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্ররোচণা ও নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং সশস্ত্র আওয়ামী লিগ নেতা, কর্মী, সমর্থকরা নিরীহ, নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর আক্রমণ চালায়।

দুই. হেলিকপ্টার, ড্রোন ও প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের হত্যা ও নির্মূলের নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা। এভাবে হত্যা করা হয় হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারীকে। পলাতক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও গ্রেপ্তার সাবেক আইজিপি অপরাধ সংঘটনের নির্দেশ, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন।

তিন. রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডে সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্ররোচনা, উসকানি ও সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয়েছে।

চার. গত বছরের ৫ অগস্ট ঢাকার চাঁনখারপুলে ছয়জনকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন হাসিনা ও অন্য আসামীরা আসামিরা।

পাঁচ. ঢাকার আশুলিয়ায় গুলি করে হত্যা করা পাঁচ আন্দোলনকারীর মরদেহ এবং জীবিত একজনকে পুলিশ ভ্যানে পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে গত ১৩ নভেম্বর ট্রাইবুনাল জানিয়েছিল শেখ হাসিনার মামলায় সাজা ঘোষণা করা হবে ১৭ নভেম্বর সোমবার। ১৩ তারিখ আওয়ামী লিগের ডাকে ঢাকায় লকডাউন এর কর্মসূচি পালিত হয়। দলের দাবি, শেষ পর্যন্ত শুধু রাজধানী নয়, বাংলাদেশের কমবেশি সব জেলাতেই লকডাউনের পক্ষে মানুষের সাড়া পাওয়া গিয়েছে। বহু মানুষ সেদিন স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে বের হননি। আওয়ামী লিগ আশা করছে সোমবার হাসিনা সাজা ঘোষণার দিনে দেশের মানুষ বাড়ি থেকে বের হবেন না। দেশ অচল করার সংকল্প নিয়ে কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিয়েছে শেখ হাসিনার দল। দলের তরফে এক প্রবীণ নেতা বলেন সোমবার ঢাকার থেকেও জেলাগুলিতে শাটডাউন অনেক বেশি সফল হবে। তাঁর বক্তব্য রাজধানী সচল রাখতে ইউনুস সরকার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে যাতে কর্মীরা অফিসে আসেন। ১৩ নভেম্বর বেশ কিছু বেসরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিল। তাদেরও প্রশাসনের তরফে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে কোন অবস্থাতেই শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রাখা বন্ধ রাখা যাবে না।

দেশ সচল করতে সক্রিয় মহম্মদ ইউনুসের প্রশাসন রবিবার থেকে ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরের গলি থেকে রাজপথের দখল নিয়েছে সেনা ও পুলিশ। সঙ্গে আছে বিজিবি আনসার ও রযাব। ১৩ নভেম্বর লকডাউনের দিন আওয়ামী লিগের মোকাবিলায় পথে নেমেছিল বিএনপি এবং জামাত। জামাতি ইসলামিসহ ৮ দলের জোট রবিবার ঢাকায় সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেছে, সোমবার তারা রাজপথে সক্রিয় থেকে আওয়ামী লিগের শাটডাউন বানচাল করে দেবে।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আট দলের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ওআমরা অতীতের কর্মসূচিতেও মাঠে ছিলাম, এবারও ফ্যাসিবাদের পক্ষে নাশকতার কোনো সুযোগ জাতি দেবে না। আওয়ামী লিগ এটার সুযোগ পাবে না। আমরা আটদল মাঠে থাকব।

হাইকোর্টের নির্দেশে পুরনো বাসে নতুন আশা, জরিমানা করে ছাড় চান মালিকপক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পুরনো বাসগুলির ‘স্বাস্থ্য’ ও নির্গমনমাত্রাকে ভিত্তি করে মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশ আসতেই নড়েচড়ে বসেছে বেসরকারি বাসমালিকদের সংগঠনগুলি। নিষেধাজ্ঞার কারণে দীর্ঘদিন ধরে গ্যারাজে পড়ে থ াকা বহু বাসকে ফের রাস্তায় নামানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে বাসমালিক সংগঠনগুলি পরিবহণ দফতরের কাছে জরিমানা মুকুব ও করছাড়ের আবেদন জানাতে চলেছে। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার ছাড় দিলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ৭০০ থেকে ৮০০ বাস ফের যাত্রীপরিষেবা দিতে পারবে, যা শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে অনেকটাই স্বস্তি দেবে।

মূল সমস্যার সূত্রপাত ২০০৮ সালে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশ থেকে। বৃহত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথ রিটি এলাকায় ১৫ বছরের বেশি পুরনো বাসের পারমিট নবীকরণ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বহু বাস বাতিল হওয়ার মুখে পড়ে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে বাসের দূষণমাত্রা কমলেও স্বাস্থ্যগত নিরীক্ষার কোনও জায়গা ছিল না পুরনো নীতিতে। সেই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়েই ১৩ মাস আগে হাইকোর্টে মামলা করে ছ’টি বেসরকারি বাস সংগঠন। তাদের যুক্তি ছিল, বয়স নয়, গাড়ির প্রকৃত স্বাস্থ্যই হওয়া উচিত সিদ্ধান্তের আসল মানদণ্ড। বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, যান্ত্রিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পুরনো বাসগুলিও রাস্তায় চলতে পারবে। তবে শর্ত একটাই, বছরে দু’বার বিস্তারিত স্বাস্থ্য ও দূষণ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। যে বাস সব পরীক্ষায় পাশ করবে, সে-ই চলাচলের ছাড়পত্র পাবে। আদালতের এই নির্দেশকে ‘ঐতিহাসিক জয়’ বলে বর্ণনা করেছে বাসমালিক সংগঠনগুলি, যাদের মতে এই রায় ফের নতুন প্রাণ দেবে শহরের বেসরকারি বাস পরিষেবাকে।

তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। দীর্ঘ সময় বাস না চালাতে পারায় মালিকপক্ষের ক্ষতি হয়েছে বিপুল। তার ওপর রাস্তায় ফেরার ছাড়পত্র পেতে বাস পিছু দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগামী সপ্তাহে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে বাসমালিকরা আবেদন জানাতে চলেছেন, যাতে নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ের জরিমানা বা করের বোঝা লাঘব করা হয়। সিটি সাবারবান বাস সার্ভিসের নেতা টিটু সাহা বলেন, হাইকোর্টের রায় স্বস্তির, তবে সত্যিকারের স্বস্তি তখনই পাবেন, যখন পরিবহণ দফতর তাঁদের ক্ষতির কথা বিবেচনা করবে। তাহলে যাত্রীদেরও আরও আরামদায়ক পরিষেবা দিতে পারবেন।

সরছে সোনাঝুরি হাট, জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা

নিজস্ব সংবাদদাতা: খোয়াই নদীর তীরে অবস্থিত সোনাঝুরি হাট শান্তিনিকেতনের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। প্রতিবছর হাজার হাজার দেশি-বিদেশি পর্যটক ভিড় জমান এই হাটে। স্থানীয় শিল্পীদের হাতে তৈরি সামগ্রী, লোকসংগীত, নৃত্য, ও বাউল গানের আবেশে রঙিন হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার মাঝেই বাড়ছে বিতর্ক। বনদপ্তরের জমিতে বসা হাটকে ঘিরে সম্প্রতি দূষণ ও পরিবেশ নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিবেশ আদালতে দায়ের হয় মামলা। আদালতও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে ভর্ৎসনা করে জানিয়েছে, খোয়াই তীরের পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। মন্ত্রী জানান, “পরিবেশগত কিছু সমস্যার কারণে আমরা সোনাঝুরি হাটকে নতুন পরিবেশে স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা করেছি।

কয়েক মাস আগে বীর্ভূমে মিলেছিল ১৬০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ঘিরে চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের আবহে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া ২৯০০ কেজি অ্যামোনিয়ান নাইট্রেট নিয়ে। এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ধরা না পড়লে আরও কত বড় বিস্ফোরণ হতে পারত, তা ভেবে শিউরে উঠছেন অনেকেই। তবে কয়েক মাস আগেই বীরভূম থেকে উদ্ধার হয়েছিল ১৬০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় একটি ট্রাকে এই বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছিল। রামপুরহাটে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল গত ফেব্রুয়ারি মাসেই। সেই ঘটনায় রামপুরহাট থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তিনজনকে। সেই বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিয়ে ট্রাকটি তেলিঙ্গানা থেকে ঝাড়খণ্ডে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছিল পুলিশ। তবে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, এই বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বহন করা নিয়ে ট্রাকে থাকা তিনজন স্পষ্ট কোনও জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকী ট্রাকচালকদের কাছে বৈধ কোনও কাগজপত্রও ছিল না। এরপরই সেই অ্যামোনিয়াম টাইট্রেট বাজেয়াপ্ত করে ট্রাকে থাকা তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। লরিতে মোট ৩২০ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল।

সেই ঘটনার একদিন পরই বীরভূম-ঝাড়খণ্ড সীমানায় সুলতানপুরে নাকা চেকিংয়ের সময় ৬০ বস্তায় ৩০০ কেজি অ্যামোনিয়াম টাইট্রেট বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। সেই ঘটনাতেও ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আর এই বছরেরই জানুয়ারি মাসে বীরভূমের রামপুরহাট থেকে উদধার করা হয়েছিল ২০ হাজার ডিটোনেটর ও ১৫ হাজার জিলেটিন স্টিক। রামপুরহাটের হস্তিকাদা এলাকার এক জঙ্গল থেকে সেই সব বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই সব বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল জঙ্গলের ভিত এক পরিত্যক্ত ঘর থেকে। সেখানে ২২টি রোল জিলেটিন স্টিক ও ৬ বাক্স ডিটোনেটর ছিল।

উল্লেখ্য, এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কৃষিকাজে ব্যবহার হয়। আবার নাশকতার ক্ষেত্রে আইডি তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ফরিদাবাদে মুজাম্মিল, আদিল, শাহিনরা এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করেছিল নাশকতার জন্য। দিল্লিতে বিস্ফোরণের আবহে তা নিয়ে দেশ জুড়ে চর্চা চলছে বর্তমানে। জানা যাচ্ছে, ৬ ডিসেম্বর একাধিক বিস্ফোরণের ছক ছিল এই ডাক্তার মডিউলের। লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণে মাত্র ২০ কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। এই আবহে অনেকেই আতঙ্কিত হচ্ছেন, ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধারের বিষয়টিতে।

‘পুলিশ কার দালালি করছে?’, দলের গোষ্ঠীকোন্দলে কর্মী আক্রান্ত হওয়ায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

উত্তর ২৪ পরগনা: এবার খোদ মন্ত্রীর নিশানায় পুলিশ। দলের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে পুলিশকে তোপ পঞ্চায়েত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর বক্তব্য, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই হামলার ঘটনা ঘটছে। তাঁর প্রশ্ন, পুলিশ কার দালাল? সমাজবিরোধীদের দালালি করবে পুলিশ? উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে দলের আহত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এমনই কথা বললেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

শোভনদেব বলেন, “ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসবে, নিহতের মায়ের সঙ্গে দেখা করবে, বয়ান নেবে, অকুস্থলে যাবে-এটাই তো পুলিশের কাজ। কিন্তু কিছুই নাই। উল্টে পুলিশ নাকি বলেছে, মিটিয়ে নাও। পুলিশ কার দালাল? কার দালালি করছে পুলিশ, আমি তো বুঝতে পারছি না।” তাঁর অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা তো নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে?

প্রসঙ্গত, শনিবার দুই দলের কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খড়দহ। সংঘর্ষের মাঝে তৃণমূলেরই এক কর্মীকে ছুরি দিয়ে বেপরোয়া কোপানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তির দলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দলের ওই কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনা শোনার পর আহত কর্মীর বাড়িতে যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তখনই তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। উল্লেখ্য, এর আগেও খোদ পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একাধিক ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। যেখানে বিরোধীরাই পুলিশকে ‘শাসকদলের অনুগত’ বলে কটাক্ষ করে, সেখানে মন্ত্রীর এহেন মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই নিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, “সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য বারবার পুলিশকে রাজনৈতিক ফাঁসে আটকানো হয়েছে। পুলিশ আজকে এক জড় পদার্থে পরিণত করেছে। আজ তাঁরাই বড় বড় কথা বলছেন!”

চিনে গিয়ে ইরানি ক্লাব বাম খাতুনকে হেলায় উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব সংবাদদাতা: উহানে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে (অঋঈ ডড়সবহ'ং ঈযধসঢ়রড়হং খবধমঁব) অভিষেক ম্যাচেই দারুণ জয় পেল ইস্টবেঙ্গল মহিলা ব্রিগেড। গ্রুপ-বি-র প্রথম খেলায় ইরানের বাম খাতুন এফসিকে (ইধস কযধঃড়ড়হ ঋঈ) ৩-১ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী শুরু। তবে এই সাফল্যের সঙ্গেই সামনে উঁকি দিচ্ছে আরও কঠিন তিনটি ম্যাচ-বিশেষত, শক্তিশালী উহান জিয়াংদার বিরুদ্ধে কড়া টক্কর!

ম্যাচের শুরু থেকেই ছন্দে ছিল ইস্টবেঙ্গল (ঊধংঃ ইবহমধষ ঋঈ)। মাত্র চার মিনিটেই ফাজিলা ইকওয়াপুটের (ঋধুরষধ ওশধিঢ়ঁঃ) দু'টি শট প্রতিহত হওয়ার পর রিবাউন্ড থেকে নিচু শটে গোল করেন শিলকি দেবী হেমাম (ঝযরষশু উবার ঐবসধস)। প্রথম গোলের পরই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখে ভারতীয় দল। ইরানি ক্লাবকে লং-রেঞ্জ শটে আটকে মাঝমাঠে পুরো নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয় তারা। ৩২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ইকওয়াপুট। আমনা নাবাবির (অসহধয ঘধনধনর) নিখুঁত থরু-বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করেন উগান্ডার ফরোয়ার্ড। তিন মিনিট পর রেস্টি নানজিরির (জবংঃু ঘধহুরৎর) শট উপরে উঠে না গেলে আরও আগেই ম্যাচ প্রায় সিল হয়ে যেত। বাম খাতুন প্রথমার্ধে ব্যবধান কমায়-জ্যোতি চৌহানের হ্যান্ডবলের সুবাদে পেনাল্টি। ব্যবধান কমান মোনা হামৌদি (গড়হধ ঐধসড়ঁফর)। বিরতির পরে কিছুটা আক্রমণাত্মক হলেও খুব বেশি বিপদ তৈরি করতে পারেনি ইরানি দল। পন্থোই চানুর (ঊষধহমনধস চধহঃযড়র ঈযধহঁ) দুর্দান্ত গোলকিপিং ইস্টবেঙ্গলকে নিরাপদ রাখে। শেষদিকে বাড়তি চাপ তৈরি করে লাল-হলুদ বাহিনী। ৭৯ মিনিটে পোস্টে লাগে ইকওয়াপুটের শট। তবে ৮৭ মিনিটে আর রক্ষা হয়নি বাম খাতুনের-প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নানজিরির দুরন্ত শটে বল জালে জড়িয়ে নিশ্চিত করে ৩-১ জয়।

হাসপাতাল থেকে ফিরলেন শুভমান

নিজস্ব সংবাদদাতা: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে টিম হোটেলে ফিরলেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল (ঝযঁনসধহ এরষষ রহলঁৎু)। রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে হোটেলে নিজের রুমেই বিশ্রামে আছেন। যদিও মুশকিল পরিস্থিতি এখনও কাটেনি। ঘাড়ের ব্যথা কিছুটা কমলেও মাঠে তাঁর খেলা নিয়ে এখনও সন্দেহ কাটছে না (এরষষ হবপশ ঢ়ধরহ ঁঢ়ফধঃব)। গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালে শুয়েই ইডেন টেস্ট (ওহফরধ ংং ঝড়ঁঃয অভৎরপধ ঞবংঃ) দেখেছেন শুভমান। দলকে এভাবে হারতে দেখে বেশ অসন্তুষ্ট তিনি। ভারত মাত্র আড়াই দিনেই ম্যাচ হেরে যাওয়ায় ভীষণ মন খারাপ করেছেন অধিনায়ক। বিশেষ করে দুই ইনিংসেই ভারতের দশ জনই ব্যাট করেছে- এই বিষয়টিও তাঁকে আরও কষ্ট দিয়েছে। হাসপাতালে শুয়েই বারবার ভেবে গেছেন, মাঠে থাকতে পারলে হয়তো দলের পারফর্মেন্স অন্যরকম হতে পারত।

রবিবার খেলা শেষে শুভমানকে দেখতে উডল্যান্ডস হাসপাতালে যান প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক তথা সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (ঝড়ঁৎধা এধহমঁষু ারংরঃং এরষষ)। তিনি প্রথমে চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করেন, তারপর শুভমানের সঙ্গেও কথা বলেন। ক্রিকেট মহলের সূত্র অনুযায়ী, শুভমান সৌরভকে জানিয়েছিলেন, হাসপাতালে থাকতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল, বরং দলের সঙ্গে থাকলে মানসিকভাবে অনেকটা ভালো লাগবে। সেই কারণেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শুভমানের ঘাড়ের ব্যথা ও শক্ত ভাব দু'টোই কিছুটা কমেছে। আপাতত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সোমবার বোর্ড ও দলের চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নেবেন, তাঁকে দলের সঙ্গে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়া হবে, নাকি মুম্বইয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হবে। যদি মুম্বইয়ে পাঠানো হয়, তাহলে দ্বিতীয় টেস্টে শুভমানকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে পারেন ঋষভ পন্থ।

জানা গেছে, শনিবার ঘুম থেকে ওঠার পরই শুভমান তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। তিনি পেইন কিলার নিলেও তাতে সুবিধা হয়নি। ম্যাচে ব্যাট করতে নামার আগেও ওষুধ খান। কিন্তু সাইমন হারমারের বলে স্লগ সুইপ করার সময় আচমকাই ব্যথা চড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফিজিয়ো এসে পরীক্ষা করেন এবং তাঁকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ব্যথা এতটাই ছিল যে ঘাড় নড়ানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। পরে জানা যায়, মেরুদণ্ডের একাংশেও অস্বস্তি রয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর এমআরআই করা হয়, যেখানে ঘাড় শক্ত হয়ে থাকার প্রমাণ মেলে। প্রায় এক বছর আগে একই ধরনের সমস্যা হয়েছিল তাঁর এবং বর্তমান এমআরআই-এর রিপোর্টের সঙ্গে সেইসময়ের রিপোর্টের মিল রয়েছে।

তবে চিকিৎসকদের মতে, বয়স কম হওয়ায় শুভমানের সহ্যশক্তি বেশি। তবুও এবারের ব্যথা এত তীব্র ছিল যে তাঁকে মাঠে ফিরতে দেওয়া হয়নি। এখন দেখার বিষয়, ভারতীয় দল তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়।

বড়দের দেখেই শিখল! পাকিস্তানের সঙ্গে নো হ্যান্ডশেক

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বড়দের এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে মহিলাদের বিশ্বকাপ- দুই দেশের ক্রিকেটারদের 'নো হ্যান্ডশেক' নীতি বারবার বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এবার সেই একই দৃশ্য দেখা গেল যুব এশিয়া কাপেও। ম্যাচ শুরুর আগের মতোই শেষেও করমর্দন এড়িয়ে গেলেন ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক জিতেশ শর্মা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনার ছায়া এবারও ঢেকে দিল মাঠের সম্পর্ককে।

রবিবার 'এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার ২০২৫'-এ মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান । টসে জিতে পাকিস্তান 'এ' দলের অধিনায়ক ইরফান খান নিয়াজি ভারতকে ব্যাট করতে পাঠান। শুরুটা ভালই করেছিল ভারত। কিন্তু এরপর হঠাৎ ছন্দপতন। বৈভব সূর্যবংশীর ৪৫ রান ও নমন ধীরের ঝুলিতে ৩৫ রান, এছাড়া আর কেউই পিচে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি। ফলে ভারত বড় রান গড়তে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৩৭ রানের লক্ষ্যই ছুড়ে দিতে পারে ভারতীয় দল।

পাকিস্তান ব্যাট করতে নেমে খুব একটা চাপে পড়েনি। ভারতের বোলিং কিছুটা চেষ্টা করলেও তার ধার ছিল না। ফলে ম্যাচটি একতরফা হয়ে যায়। মাত্র দুই উইকেট হারিয়েই পাকিস্তান টার্গেট ছুঁয়ে ফেলে।

কিন্তু ম্যাচের ফলাফলের থেকেও বেশি আলোচনায় উঠে আসে ম্যাচের শেষের দৃশ্য। বড়দের এশিয়া কাপে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচেই হ্যান্ডশেক করেননি। সেই সময় ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল। মহিলাদের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপেও হরমনপ্রীত কৌর সেই নীতিতে অটল ছিলেন, এবারও সবাই নজর রাখছিলেন- যুব দলের ক্রিকেটাররা কি এই প্রথা ভাঙবে?

জিতেশ শর্মা সেই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে দেন মাঠেই। ম্যাচ শেষে কোনও হাত হ্যান্ডশেক হয়নি দুই দলের অধিনায়কের মধ্যে। জিতেশ পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন, ভারতীয় ক্রিকেটে এখন পাকিস্তানের সঙ্গে 'নো হ্যান্ডশেক' নীতি চলছে এবং এই অবস্থান থেকে সরে আসার কোনও পরিকল্পনাও নেই।

পহেলগাম হামলার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। এরপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জাতীয় দলের পাশাপাশি বয়সভিত্তিক দলগুলিও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে হ্যান্ডশেক করবে না। এই নিয়মেরই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল যুব এশিয়া কাপেও।

যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রিকেটমহলের একটা অংশ সমালোচনা করেছে। তাঁদের মতে, মাঠের খেলাকে রাজনৈতিক টানাপড়েন থেকে দূরে রাখা উচিত। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, হ্যান্ডশেক না করলে কি খেলোয়াড়দের মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়বে? ক্রীড়ামহলের একাংশের দাবি, পহেলগাম হামলার প্রভাব দেশজুড়ে রয়েছে। বয়স কম হলেও জিতেশ-বৈভবরা এর গুরুত্ব জানে। তাই বড়দের দেখেই শিখল, কীভাবে নিঃশব্দে জবাব দিতে হয়। তবুও ভারতীয় দলের অবস্থান পরিষ্কার, যা পরিস্থিতি, তাতে পাকিস্তান দলের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা দেওয়া সম্ভব নয়। সেই বার্তাই এদিন আরও একবার দিলেন দিলেন জিতেশ শর্মা। মাঠে লড়াই যেমন হয়েছে, মাঠের বাইরে দূরত্বও ততটাই নজর কেড়েছে।

রেফারি ম্যানেজ করলে কড়া ব্যবস্থা!' কলকাতা লিগে ফিক্সিং-বিতর্কে হুঁশিয়ারি অরূপের

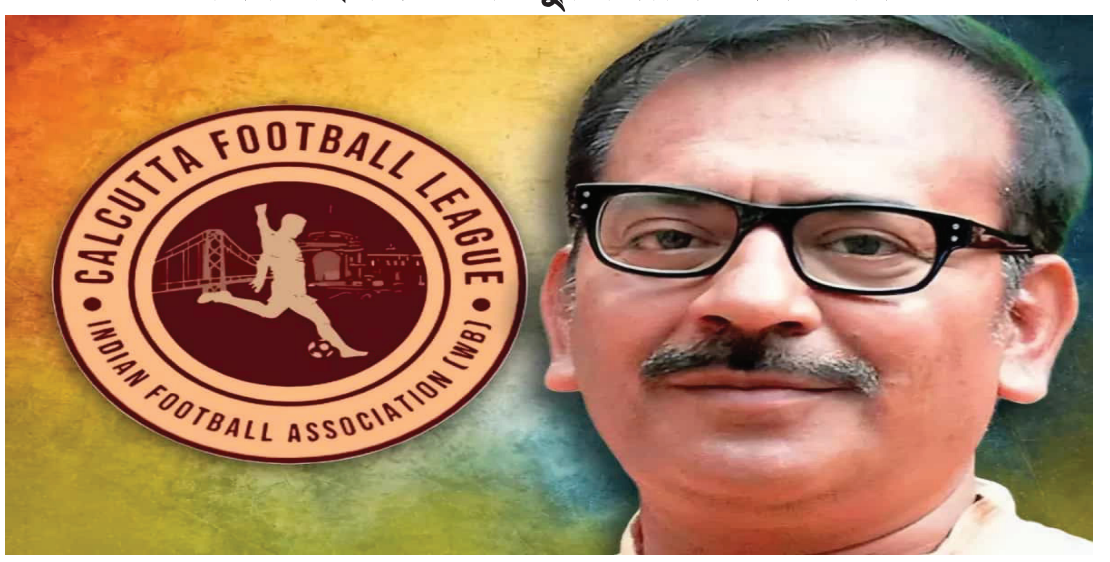

নিজস্ব সংবাদদাতা: আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, রেফারিদের মান বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সতর্কবার্তা-'যে রেফারি ম্যানেজ করবে, যে দল জড়িত থাকবে, সবার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে!'

পাশাপাশি অগস্টের মধ্যে সিএফএল শেষ করলে ছোট দলগুলো সুবিধা পাবে, বলেও টাইমলাইন বেঁধে দেওয়ার দিকে ঝোঁক দেন। অরূপের বক্তব্য, বেটিং-চক্রে যাদের ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মাধ্যমেই তদন্তে সামনে আসছে আরও বেশ কিছু নাম। পুলিশের পক্ষ থেকেও ইঙ্গিত-আগামী দিনে আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হতে পারে।

এই সতর্কবার্তার মধ্যেই কয়েক দিন আগে সামনে আসে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ-ফিক্সিং কাণ্ডে নতুন গ্রেফতারির খবর। খিদিরপুর ক্লাবের কেলেঙ্কারিতে ধরা পড়ে আরও এক অভিযুক্ত- সুজয় ভৌমিক সোমবার রাতে তাকে আটক করে বৌবাজার থানার পুলিশ। তদন্তে জানা গেছে, আগেই ধৃত টিম ম্যানেজার আকাশ দাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সে। ফিক্সিং কাণ্ডে গ্রেফতারের সংখ্যা আপাতত তিন।

পুলিশ সূত্রের খবর, সুজয় মূলত ম্যাচ-ফিক্সিংয়ের আর্থিক লেনদেন সামলাত। তার মাধ্যমেই চলত টাকা আদান-প্রদান। এর আগেই ধরা পড়েছে আকাশ দাস ও ক্লাবের মিডিয়া ম্যানেজার রাহুল সাহা ওরফে রাজ অভিযোগ, প্রিমিয়ার ডিভিশনের একাধিক ম্যাচের ফল আগেভাগেই ঠিক করা হচ্ছিল, আর তার ভিত্তিতেই চলছিল কোটি টাকার বেটিং।

তদন্তে উঠে এসেছে, পুরো চক্রটি চালানো হচ্ছিল ডিজিটাল নেটওয়ার্কে। স্থানীয় ফিক্সাররা নিয়মিত যোগাযোগ রাখত এক বিদেশির সঙ্গে-যাকে কথোপকথনে বারবার 'বস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, সেই মূল পাণ্ডা এক চিনা নাগরিক, যিনি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ম্যাচের ফল নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ করতেন। এক তদন্তকারী অফিসারের কথায়-'এই বিদেশি ফিক্সার এতটাই ক্ষমতাবান যে, চাইলে ফিক্স হওয়া ম্যাচের ফলও বদলে দিতে পারত।'

ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কয়েক মাস আগে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় তদন্ত। ডিজিটাল নজরদারি ও ফোন ট্যাপিংয়ে উঠে এসেছে কয়েকটি ক্লাব ও ফুটবলারের নাম। সূত্র অনুযায়ী, অন্তত দুটি ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। ধৃতরা জেরায় ফিক্সিংয়ের কথা স্বীকার করেছে এবং আরও কয়েকজনের নাম বলেছে-যাদের খোঁজে এখন তল্লাশি চলছে। মামলায় ধার্য হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬১(২)/৩১৮(৪)/৩১৯(২) এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন (IT Act ২০০০)-এর ৬৬ ও ৪৩ ধারা।

প্রাক্তন অলরাউন্ডার নায়ার মুম্বইয়ের হয়ে বহু বছর খেলেছেন, ২০০৯ সালে ভারতের হয়ে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচে নামেন। কোচ হিসেবে কেকেআর অ্যাকাডেমির (KKR Academy) নেতৃত্ব দেন ২০১৮ সালে, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে মূল দলের সহকারী কোচ হিসেবে উঠে আসা। তাঁর বিদেশি অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ-২০২২ সালে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (CPL) ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের (Trinbago Knight Riders) প্রধান কোচ ছিলেন নায়ার।

২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ হতে চলেছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর-প্রথমবার খেলতে নামবে ৪৮টি দল। আয়োজক তিন দেশ-আমেরিকা (USA), মেক্সিকো (Mexico) এবং কানাডা (Canada)-আগেই জায়গা পাকা করেছে। পাশাপাশি শেষ কয়েক মাসে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে আরও ২৭টি টিম কেটে ফেলেছে বিশ্বকাপের টিকিট। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৩০টি দেশের নাম নিশ্চিত। বাকি ১৮টি সিটের লড়াই চলবে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত।

Owner Printer Publisher by ASHIM DEBNATH, from 43/68,Harisabha Road Extention,Nonachandanpukur, Barrack pore, North 24 Parganas
Pin 700122. Printed at Surnandan Printing Press, Rabindrapally,Baghajatin. kolkata - 700086, South 24Parganas.Place of Publication 6/2D/2A, Sapgachi 2nd Lane, C.N Roy Road, Kolkata-700039. Editor- ASHIM DEBNATH. Phone : 9804186490. Email: samakaal.com@gmail.com